কালের কণ্ঠ

তারিখ ..05 .JUL. 2015. ...
পৃষ্ঠা ... ১... কলাম .... ৬......

প্রথম মেধা তালিকার দুই লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি

দ্বিতীয় তালিকায় সুযোগ না দিলে ভবিষ্যৎ কী?

শরীফুল আলম সুমন ▷

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য কলেজ পছন্দ করে দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু ভর্তির সুযোগ পেয়েও প্রথম মেধা তালিকার দুই লাখ শিক্ষার্থী এখনো ভর্তি হয়নি। গতকাল শনিবার তাদের ভর্তি হওয়ার শেষ দিন ছিল। বোর্ডের কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রথম মেধা তালিকার বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে গেলে পরবর্তী মেধা তালিকা প্রকাশ করা সহজ হতো। কিন্তু এখনো প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাকি থাকায় আবারও ফল প্রকাশে বোর্ডকে জটিলতায় পড়তে হবে।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, একাদশে প্রথম মেধা তালিকায় ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল ১০ লাখ ৯৩ হাজার ৩৭৪ জনকে। আর দ্বিতীয় মেধা তালিকায় নির্বাচন করার কথা ছিল ৬২ হাজার ৮০০ জনকে। তবে ফল প্রকাশের পর নানা জটিলতায় দ্বিতীয় মেধা তালিকার সঙ্গে আরো ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার শিক্ষার্থী যোগ হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু গতকাল ভর্তির শেষ দিনে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত দেখা গেছে, আট লাখ ৬১ হাজার

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রথম মেধা তালিকায় দুই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। রাত ১২টা পর্যন্ত আরো কিছু শিক্ষার্থী যোগ হবে। কিন্তু ভর্তি না হওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ধারণার চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, যা নিয়ে উৎকণ্ঠায় আছেন ভর্তিসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ উপপরিদর্শক অদ্বৈত কুমার রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রথম মেধা তালিকায় সুযোগ পেয়েও যারা ভর্তি হয়নি তাদের নাম দ্বিতীয় মেধা তালিকায় আসবে না। দ্বিতীয় তালিকায় প্রথম তালিকা থেকে বাদ পড়া ও কলেজ পরিবর্তনের জন্য যারা আবেদন করেছে তাদেরই শুধু রাখা হবে। যারা সুযোগ পেয়েও ভর্তি হয়নি তাদের ৯ ও ১০ জুলাই আবার আবেদন করতে হবে। এরপর তাদের নিয়ে তৃতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। তবে আমাদের আসনের কোনো সংকট নেই। সবাই ভর্তি হতে পারবে।'

এদিকে ভর্তি নিয়ে নানা সংকটে থাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে আজ রবিবার সকালে সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ সম্মেলন করবেন। আর ভর্তির অগ্রগতিসহ বিস্তারিত বিষয় নিয়ে গতকাল সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনেও বৈঠক হয়। সেখানে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, প্রথমে ভর্তিপ্রক্রিয়ার সংকট নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর ভর্তি নীতিমালা ২০১৫ নিয়ে দুটি প্রজ্ঞাপন ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সচিব কয়েকজন কর্মকর্তাকে দোষারোপ করেন। এ ছাড়া অনেকে অনলাইন ভর্তিপ্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন চান না বলেও মন্ত্রীকে জানান সচিব। তবে শিক্ষামন্ত্রী এখন দোষাদোষী বাদ দিয়ে কিভাবে এই ভর্তি জটিলতা সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে সবাইকে কাজ করতে বলেন। মন্ত্রী বুয়েটের সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় আরো বাড়ানোর ওপর তাগিদ দেন।

সভার বিষয়ে জানতে চাইলে মাদ্রাসা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ কে এম ছায়েফউল্যাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভর্তির নানা বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সর্বশেষ অবস্থা ও কত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে তা মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। বিস্তারিত মন্ত্রী মহোদয়ই ব্রিফ করবেন। তবে তিনি বলেছেন, কেউ যেন ভর্তির বাইরে না থাকে। আর অনেকেই জিপিএ ৫ পেয়েছে চতুর্থ বিষয়ের নম্বরসহ। স্বাভাবিকভাবে যারা চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদেই জিপিএ ৫ পেয়েছে তারাই ভালো কলেজে সুযোগ পেয়েছে। অথচ এই বিষয়টিই শিক্ষার্থীরা না বুঝে বোর্ডে অভিযোগ জানাচ্ছে।'

সূত্র জানায়, প্রথমে যেসব কলেজের আসনসংখ্যা ৩০০-এর বেশি শুধু সেসব কলেজকেই অনলাইন ভর্তির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী, যদিও পরে সব কলেজকেই অনলাইনের আওতায় এনে নীতিমালা জারি করা হয়। এতে নির্দিষ্ট সময়ের তিন দিন পরে ফল প্রকাশ করে আন্তশিক্ষা বোর্ড। আর ফল প্রকাশের পরও ভর্তি নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর ৩০ জুনের মধ্যে সব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে গেলেও এবার এখনো আড়াই লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনি। শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অমান্য করে নীতিমালা জারি করায় এত দিন মন্ত্রী ভর্তির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। সাংবাদিকরা জানতে চাইলেও তিনি এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত জটিলতা আর বিড়ম্বনার সমাধান না হওয়ায় গতকাল এই বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। আর আজ সংবাদ সম্মেলন করবেন।

আশিক হোসেন এবার তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত সে ভর্তি হয়নি। আশিক কালের কণ্ঠকে বলে, 'আসলে বিজ্ঞান কলেজে বাণিজ্য বিভাগই ছিল না। ভুল করে আমাদের ওই কলেজে মনোনীত করা হয়েছে, যদিও পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ওই কলেজে বাণিজ্য বিভাগ খুলেছে; কিন্তু নতুন বিভাগ খোলায় সেখানে পড়ালেখা খুব বেশি ভালো হবে না বলে আমার মনে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ভর্তি হইনি। এখন অন্য কলেজে ভর্তি হব।'

মো. মহসিন ঢাকা ও ফেনীর পাঁচটি কলেজে আবেদন করলেও এর বাইরে গিয়ে মনোনীত হয়েছে ভোলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার আব্দুল জব্বার ডিগ্রি কলেজে। মহসিনের বাবা ইফতেখার হোসেন গতকাল বলেন, 'আমাদের প্রথম চারটি পছন্দ ছিল ঢাকার চারটি কলেজ, এরপর ফেনীতে। কিন্তু দেওয়া হলো বাইরের একটি জেলায়। তাই ছেলেকে ভর্তি করিনি। পরেও তো ভর্তি হওয়া যাবে। দেখা যাক, ছেলে পরে কোন কলেজে চান্স পায়।'

রাজধানীর একটি বেসরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'আমার কলেজে ৫৬ জনকে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু ভর্তি হয়েছে ৫১ জন। তবে গতকাল পর্যন্ত আরো ১৮টি মেয়ে আমার কাছে আবেদন দিয়ে গেছে যারা আমার কলেজে ভর্তি হতে চায়। তারা প্রথম মেধা তালিকায় অন্য কলেজে সুযোগ পেয়েছিল; কিন্তু কলেজ পছন্দ না হওয়ায় ভর্তি হয়নি।'

আন্তশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এই দুই লাখ শিক্ষার্থী সুযোগ পেয়েও ভর্তি না হওয়ার পেছনে নানা কারণ রয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে যাদের ফলাফলে ভুল হয়েছে। তারা বোর্ডের কাছে আবেদন করেছে। তাই কোনো কলেজে ভর্তি হয়নি। আর বাকি সবাই তাদের পাঁচটি পছন্দের কলেজের একটিতেই সুযোগ পেয়েছে। তার পরও ভর্তি হয়নি। কারণ প্রথমে তারা যে কলেজ পছন্দ করেছিল, পরে সুযোগ পেয়ে আর সে কলেজ পছন্দ হচ্ছে না। আবার কলেজ পরিবর্তন করতে হলে দুটি কলেজে ভর্তি হতে হবে। দুইবারই বিভিন্ন ফি দিতে হবে। অনেকেই বেসরকারি কলেজে সুযোগ পেয়েছে; কিন্তু সেখানে পড়ালেখার খরচ বেশি। তাই তারাও ভর্তি হয়নি। যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় মেধা তালিকায় যারা ভর্তির সুযোগ পায়নি অথবা সুযোগ পেলেও কলেজ পছন্দ না হওয়ার কারণে ভর্তি হয়নি, তাদের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ মেধা তালিকা করা হবে। তাই এবার ভর্তি না হয়ে এ সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে তারা।

জানা যায়, আগামী সোমবার প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় মেধা তালিকার ৬২ হাজারের বেশির ভাগই জিপিএ ৫ পাওয়া। কারণ এবার এক লাখ ১১ হাজার জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর পছন্দের পাঁচটি কলেজ ছিল প্রায় কাছাকাছি। ফলে যাদের ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিতে নম্বর বেশি রয়েছে তাদেরই ভালো কলেজে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আর বাকিদের দ্বিতীয় মেধা তালিকায় রাখা হয়েছে। অথচ এসব শিক্ষার্থী প্রথম পর্যায়ের কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেলেও স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয় সারির কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যারা জিপিএ ৫-এর নিচে পেয়েছে তারা ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সারির কলেজে মনোনীত হয়েছে। ফলে জিপিএ ৫ পেয়েও অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে তৃতীয় সারি বা নিচের দিকের কলেজে ভর্তি হতে হবে।

এসব বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অনেক ভালো কলেজেও বিভিন্ন কারণে কিছু আসন খালি আছে। এ ছাড়া নটর ডেম, সেন্ট জোসেফ ও হলিক্রস অনলাইন পদ্ধতিতে না থাকায় সেখানেও ইতিমধ্যে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের প্রায় সবাই জিপিএ ৫ পাওয়া। তাদের বেশির ভাগ আবার প্রথম মেধা তালিকার কোনো না কোনো কলেজে সুযোগ পেয়েছিল। ওই সব ভালো কলেজেরও কিছু আসন খালি আছে। ফলে দ্বিতীয় মেধা তালিকার অনেক শিক্ষার্থীই প্রথম সারির কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে।'